ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৮৮ ● কলকাতা ● ১৮ চৈত্র, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ০১ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ছত্তীসগড়ে এনকাউন্টারে মৃত্যু মহিলা মাওবাদী নেত্রীর, মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিগত কয়েকদিন ধরে ছত্তীসগড়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। ইতিমধ্যে ১৬ জন মাওবাদী নিকেশ হয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে ৫০ জন। সোমবার খবর মিলেছে, দান্তেওয়াড়ায় এক মহিলা মাওবাদীর এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে। তার মাথার দাম রাখা হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা।এদিকে যে ৫০ জন মাওবাদী

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

ইদে 'সম্প্রীতির' বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আজ পবিত্র ইদে, রেড রোডের নমাজ পাঠের অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। লন্ডন-বিতর্কের মধ্যেই, মুখ্যমন্ত্রী গতকাল করেছিলেন আবেগঘন পোস্ট। ছিল ফেলা আসা জীবনের লড়াইয়ের কথা। রেড রোডের নমাজ পাঠের অনুষ্ঠানে ফের মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের জায়গা নয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে গেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তার কড়া নিন্দা করছি, প্রতিক্রিয়া সৌগত রায়ের। আর জি কর ইস্যু গোটা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, এটা সত্যি। কিন্তু অক্সফোর্ডে কোনও সাধারণ নাগরিক বিক্ষোভ দেখাননি। দেশকে বেইজ্জত করার জন্য এটা SFI-এর নতুন ছক, পাল্টা অভিযোগ দেবাংশু ভট্টাচার্যর।এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাম-রাম একসঙ্গে কলকাতা থেকে

এরপর ৩ পাতায়

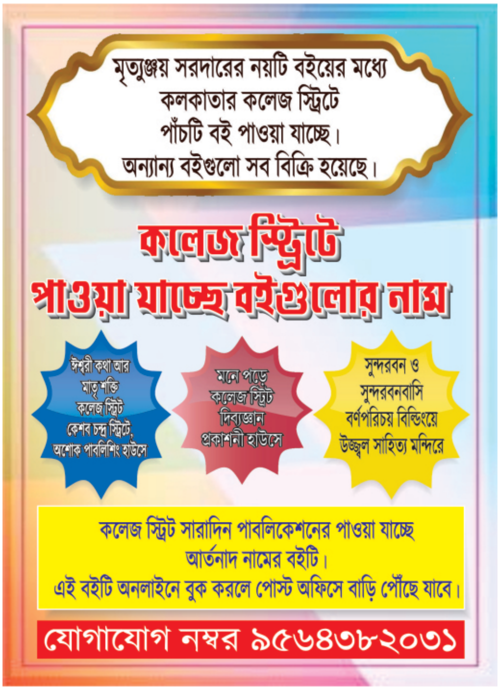

তাপদাহের মাঝে বন্দর এলাকায় পালিত হলো সম্প্রীতির ঈদ

এম.ও. ফারুক

কলকাতা। আজ সারা দেশে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঈদ-উল-ফিতর উদযাপিত হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় তাপ চরমে এবং মানুষের প্রত্যাশা সত্ত্বেও, বৃষ্টি হয়নি, যার ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন যারা ঈদ উপলক্ষে বিকেলে ঘর থেকে বের হয়ে একে অপরকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন। কলকাতার মানুষ আজ হালকা বৃষ্টির আশা করছিল কিন্তু বৃষ্টিপাতের অভাবে, রোদ উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল এবং সকলেই, বয়স্ক হোক বা উৎসব উদযাপনকারী শিশু, প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে, ঘরে বসে ঈদ উদযাপনকারী এবং ফোন এবং ভিডিও কলের মাধ্যমে মানুষকে ঈদের শুভেচ্ছা জানানোর সংখ্যাও কম ছিল না। বন্দর এলাকার একজন সমাজকর্মী হাজী মতলুব খান বলেন, গরম এবং আর্দ্রতার কারণে তারা সাধারণত বাড়িতেই উৎসব উদযাপন করেন এবং এই সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং তারা একে অপরকে উৎসবের শুভেচ্ছা জানান, মিষ্টি বিতরণ করেন এবং খাবারে অংশ নেন। এ সময় গাউছিয়া মসজিদের ইমাম কারী সকিল সহ ফারুক আজম, বাবু হুসেন, আনিস খান উপস্থিত ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে একসাথে ঈদের আনন্দ উদযাপন করেন।

বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে সোমবার বিকেলে ঝাড়গ্রাম শহরের তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত হল ঝাড়গ্রাম জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। জানা গেছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় সংগঠন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আগামী দিনে কি কি দলীয় কর্মসূচি নেওয়া হবে সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষা কুনামি হাঁসদা বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কর্মসূচি

এরপর ৬ পাতায়

খুব তাড়াতাড়ি বুমেরাং হয়ে যাবে', মমতার 'গন্দা ধর্ম' বিতর্কে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রেড রোডে ইদের নামাজের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে 'গন্ধা' ধর্ম। সেই নিয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সনাতন হিন্দু ধর্ম খারাপ? প্রশ্ন শুভেন্দু অধিকারীর। বিজেপি নেতার এও প্রশ্ন কেন দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে অশান্তির চেষ্টা করা হচ্ছে?এরপর এ দিন শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। সেই পোস্টে লেখেন, "কোন ধর্মকে খারাপ বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? সনাতন হিন্দু ধর্ম খারাপ? এটা কী ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল নাকি রাজনৈতিক মঞ্চ? কেন দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছেন? এটাই আপনার জন্য বুমেরাং হবে।"ধর্মকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা বুমেরাং হবে বলেও মন্তব্য করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।

উল্লেখ্য, সোমবার ইদের সকালে রেড রোডে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, আমি শিখ ও দিন শেষে আমি একজন ভারতীয়।" তাঁকে এও বলতে শোনা যায়, "আমি স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম পালন করি, রামকৃষ্ণের ধর্ম পালন করি। কিন্তু ওরা যে ধর্মটা বানিয়েছে ওটা আমি মান্যতা দিই না। ওটা হিন্দু ধর্ম-বিরোধীও।"

(১ম পাতার পর)

ছত্তীসগড়ে এনকাউন্টারে মৃত্যু মহিলা মাওবাদী নেত্রীর, মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ

আত্মসমর্পণ করেছে তাদের মধ্যে ১৪ জনের মাথার দাম ছিল মোট ৬৮ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ৬ জনের ৮ লক্ষ টাকা করে, ৩ জনের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা করে ও ৫ জনের মাথার দাম ছিল ১ লক্ষ টাকা করে। এই ঘটনার ঠিক পরই নরেন্দ্র মোদী ছত্তীসগড়ে গেছিলেন। ৩৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর এলাকায় পা রাখার এমন ঘটনা বিরাট সাফল্য বলে মনে করছে পুলিশ থেকে সেনা, সকলেই।সোমবার সকাল থেকে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই চলছিল মাওবাদীদের এক গোষ্ঠীর। সেই সংঘর্ষেই রেণুকা ওরফে বানু নামেও ওই মাওবাদী নেত্রীর মৃত্যু হয়েছে। শুধু সে একা নয়, আরও বেশ কয়েকজন মাওবাদীকে নিকেশ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সেনাবাহিনীর তরফে। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া টানা গুলির লড়াইয়ে শনিবার সকাল পর্যন্ত ১৬ মাওবাদী নিহত ও ২ জন নিরাপত্তা রক্ষী জখম হয়েছিল বলে জানা গেছিল। সোমবার আরও মাওবাদীদের মৃত্যুর খবর এল।

সূত্রের খবর, তেলঙ্গনার ওরাঙ্গাল জেলার বাসিন্দা ছিলেন বানু। নকশালদের মিডিয়া টিম চালাতেন তিনি। এনকাউন্টার হওয়ার পর তার মৃতদেহ ছাড়াও ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে ইনসাস রাইফেল এবং প্রচুর কার্তুজ। বানুকে নিয়ে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১১৯ জন নকশালের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

ইদে 'সম্প্রীতির' বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

টিকিট কেটে গেছিল। সেখানে গিয়ে আমায় প্রশ্ন করল, তুমি কি হিন্দু ? আমি বললাম, গর্বের সঙ্গে আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, আমি শিখ, আমি খ্রীষ্টান। এরা কী চায়, এরা কি ডিভাইড অ্যান্ড রুল চায়? আমি তা চাই না। দেশের জন্য আমার জীবন নিয়োজিত করেছি। প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি জাতি, প্রতিটি সম্প্রদায়, প্রতিটি পরিবারের জন্য আমার জীবন নিয়োজিত। আপনারা ভাল থাকলে, আমরাও ভাল থাকব। যে চিৎকার করে, তাকে চিৎকার করতে দিন। যারা উল্টোপাল্টা কথা বলে, তাদের বলতে দিন। কিন্তু, আপনারা তাদের অমঙ্গল চাইবেন না। ঠিক সময় তাঁদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু, ওঁদের স্পর্শ করবেন না। ওদের স্পর্শ করার চেষ্টা করলে ওরা গুরুত্ব পেয়ে যাবে', রেড রোডের সভায় বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

গতকাল বাম-বিজেপির একের পর এক নিশানার পর মমতা সোশ্যাল পোস্টে লেখেন নানা কথা। 'ছোটবেলায় বাবাকে হারানো' থেকে জীবনের প্রতিটা পদে যুদ্ধ করে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন তিনি। বলেন, 'ছোট থেকেই লড়াই, সংগ্রামকে আমি কখনও ভয় পাই না। কিন্তু বাংলার কৃতিত্বকে কেউ খাটো করার চেষ্টা করলে বরদাস্ত নয়।'

প্রসঙ্গত অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার মাঝে ছন্দপতন ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন নিয়ে বলতে গেলে, মুখ্যমন্ত্রীকে একের পর এক প্রশ্ন তুলছিল SFI সমর্থকরা। পাল্টা, আর জি করে 'ক্রাউড ফান্ডিং' থেকে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী কুণাল ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, অক্সফোর্ডে ছ'টা বাম-রামের পরিকল্পিত অসভ্যতা উড়িয়ে ছক্কা হাঁকালেন মমতা।

মহারাষ্ট্রের নাগপুরে মাধব নেত্রালয় প্রিমিয়াম সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী আজ মহারাষ্ট্রের নাগপুরে মাধব নেত্রালয় প্রিমিয়াম সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। সেখানে সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি পবিত্র নবরাত্রি উৎসবের সূচনা উপলক্ষে চৈত্র শুক্লা প্রতিপদার তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশজুড়ে আজ গুড়ি পড়ওয়া, উগাদি এবং নবরেহ-এর মতো উৎসব পালিত হচ্ছে। এই দিনটির গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভগবান ঝুলেলাল এবং গুরু অঙ্গদ দেবের জন্মবার্ষিকীর সঙ্গেও মিলে যায়। তাছাড়া এই দিনটি অনুপ্রেরণার উৎস ডঃ কে বি হেডগেওয়ারের জন্মবার্ষিকী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের গৌরবময় যাত্রার শতবর্ষ হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ডঃ হেডগেওয়ার এবং শ্রী গোলওয়ালকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মৃতি মন্দিরে গিয়ে তিনি সম্মানিত বোধ করেছেন।

এই সময়ে ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন এবং আগামী মাসে এর প্রধান স্থপতি ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে শ্রী মোদী দীক্ষাভূমিতে ডঃ

এরপর ৬ পাতায়

এনকাউন্টারে খতম মুখতার গ্যাংয়ের শার্প শুটার অনুজ, বাড়ি থেকে উদ্ধার তাজা বোমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশের যৌথ অভিযানে খতম গ্যাংস্টার মুখতার আনসারি গ্যাংয়ের শার্প শুটার অনুজ কানাউজিয়া। দীর্ঘদিন ধরে উত্তরপ্রদেশ এসটিএফের হিটলিস্টে ছিল এই আততায়ী। তাঁর মাথার দাম ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। জামশেদপুরে অভিযানে অনুজের মৃত্যুকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে পুলিশ।উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশ রাজনীতির চির বিতর্কিত মুখ গ্যাংস্টার মুখতার আনসারি। উত্তরপ্রদেশের মউ সদর বিধানসভা কেন্দ্রের পাঁচ বারের বিধায়ক ছিলেন তিনি। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে গাজিপুরের বিধায়ক কৃষ্ণানন্দ রাই সহ ৭ জনকে খুনের অভিযোগ ওঠে মুখতারের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় মুখতারের। গত বছর জেলেই মৃত্যু হয় তাঁর। অভিযোগ ওঠে, জেলে স্লো পয়জান করে খুন করা হয়েছে মুখতারকে। এবার পুলিশের অভিযানে খতম হল একদা গ্যাংস্টার মুখতারের শার্প শুটার।এনকাউন্টারের পর তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, প্রাক্তন বিধায়ক তথা গ্যাংস্টার মুখতার আনসারির মৃত্যুর পর ঝাড়খণ্ডে ঘাঁটি গেড়েছিল অনুজ। সেখান থেকেই নতুন গ্যাং তৈরি করে অপরাধ চালাত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার জামশেদপুরে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। মধ্যরাতে

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

ইটবৃষ্টি-বাড়ি ভাঙচুর, দুই গোষ্ঠীর তুমুল সংঘর্ষে রণক্ষেত্র সিউড়ি

ইদ উপলক্ষে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন দুই গোষ্ঠীর চরম সংঘাত। তার জেরে বাড়ি ভাঙচুর। বেশ কিছুক্ষণ এলাকায় চলে ইটবৃষ্টি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বীরভূমের সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের গোপালপুরে তুমুল উত্তেজনা। অভিযোগ, জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এবং ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলামের গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তির জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা।ঢিলের ঘায়ে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে বাকিদের। যদিও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ মানতে নারাজ ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, “গ্রামে একটি সাধারণ খেলা চলছিল। সেই সময় অশান্তি হয়েছে। কোনও গোষ্ঠী সংঘাত নেই। এই ধরনের ঘটনা না ঘটাই উচিত। পুলিশ অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।” এদিকে, বীরভূমের মতো কোচবিহারেও অশান্তি শুরু হয়েছে। ১ নম্বর ব্লকের সুটকা বাড়ি এলাকায় ‘গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে’ আহত হয়েছেন এক তৃণমূল নেতা। জখম আশরাফুল হক, কোচবিহার জেলা মিডিয়া সেলের কো-অর্ডিনেটর। তাঁকে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

সোমবার বীরভূমের সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের গোপালপুরে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ চলছিল। অভিযোগ, তারই মাঝে বেশ কয়েকজন আসে। খেলা চলাকালীন মাঠের আশপাশের বাড়িতে বেশ কয়েকজন যুবক ঢিল ছুড়তে থাকে। বাড়ি ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ। এলাকার পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তার ফলে বন্ধ হয়ে যায় খেলা। অঞ্চল সভাপতি শেখ জালালউদ্দিনের দাবি, “ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম ক্ষমতা হারিয়ে নেশাগ্রস্ত লোকজনকে নিয়ে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। তারা বেশ কয়েকজনকে এলাকায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঢুকিয়ে সকলকে মারধর করেছে।” স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রওশোনা বিবির বাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে বলেই অভিযোগ। দাবি, তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় গ্রামেরই কয়েকজন যুবক। তারাই বাড়ি ভাঙচুর করে। ঢিল মারে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দশম পর্ব)

একাগ্র চিত্ত , নিজ বশীভূত , ভগবৎ পরায়ণ হয়- ত সেই মন মোক্ষের কারন । তাই এই মনকে 'মিত্র' বলা যাবে । কিন্তু মন যদি অশুদ্ধ, চঞ্চল , ইন্দ্রিয় পরায়ণ , ভগবৎ বিমুখ হয়- ত সেই মন নরক গমনের হেতু । এই মন হল শত্রু মন । কশ্যপ মুনি মানব কল্যাণের জন্য ঔষধ আবিস্কারের কথা ভেবেছিলেন- তাই তাঁর মন থেকে দেবীর সৃষ্টি হল । তাই শাস্ত্রের এই শিক্ষা যে, আমাদের সর্বদা কল্যাণকর , হিতকর, ভগবানের কথা- ।মুনি ঋষি থেকে মানুষ যখন নিরাশাই হয়ে পড়ে তখন তার আরধ্য রূপে দেবতার প্রচলন ঘটে।তাই আদিমকাল হইতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

এনকাউন্টারে খতম মুখতার গ্যাংয়ের শার্প শুটার অনুজ, বাড়ি থেকে উদ্ধার তাজা বোমা

তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অভিযুক্ত। দীর্ঘক্ষণ দুই পক্ষের গুলির লড়াইয়ের পর খতম হয় অনুজ। গত রবিবার এই আততায়ীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, অনুজের বুকে, কাঁধে, ও কনুইতে মোট ৬টি গুলি লেগেছে।

অনুজের মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুটি তাজা বোমা, পিস্তল-সহ আরও একাধিক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনুজের গাড়ির চালক রাহুলকে। জানা যাচ্ছে, এই রাহুলের মাধ্যমেই নিজের গ্যাংয়ের লোকেদের বার্তা পাঠাত অনুজ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চারেক আগে ঝাড়খণ্ডে বাড়ি তৈরি করেছিল অনুজ। এখানে অজ্ঞাতপরিচয় লোকেদের আনাগোনা সর্বদা লেগে থাকত। অনেক রাত পর্যন্ত গানের আসর চলত বাড়ির ভিতর। ১৫ ফুটের উঁচু দেওয়াল বিশিষ্ট এই বাড়িতে ছিল অনুজের নিজস্ব অফিস। সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া ছিল গোটা চত্বর।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনিদেবের ক্রোধের ফলে মানুষকে একদম নিস্তেজ করে দেয়, শনিদেবের নিজের ভাইয়ের উপর পড়েছিল। শনি দেব শক্তি প্রাপ্ত হবার পর শনি দেব তাঁর ভাইদের রাজ্য ছিনয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হলেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

'শওকতের বুকের পাটা থাকলে...', রামনবমী প্রসঙ্গে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন দিলীপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তাঁরা চান না রামনবমীর দিন কোনও রাস্তা বন্ধ হোক। বরং চান, সব রাস্তা খোলা থাকুক যাতে মানুষ অবাধে হাঁটতে পারে। মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ । এদিকে রামনবমীর মিছিলে তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা থাকতে পারেন, এই প্রশ্নের জবাবে তাঁকে চরম কটাক্ষ করেন তিনি।পুলিশের তরফে অবশ্য আগেই সতর্ক করে বলা হয়েছে, রামনবমীর আগে পোস্টার-প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে হিংসা ছড়ানোর ছক রয়েছে বেশ কিছু সংগঠনের। কেউ যেন কোনও প্ররোচনায় পা না দেন, এই আর্জি জানানো হয়েছে। এও জানানো হয়, আগামী ১০ দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ। সব জেলায় সতর্কতামূলক বার্তা পাঠানো হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্ররোচনামূলক পোস্ট না দিতেও অনুরোধ করা হয়েছে।একই সঙ্গে, বড়সড় চ্যালেঞ্জ করেন তাঁকে।

এবারে রামনবমীর মিছিলে সামিল হতে পারেন শওকত মোল্লা। সেই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, ''শওকতের এত দম থাকলে আগে নওদা, মুর্শিদাবাদে যাক। মোথাবাড়ি গিয়ে শান্তি মিছিল করুক। বোঝাক, ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু হিন্দুদের জন্য নয়, তোমাদের জন্যও। যে চোর-ডাকাত ছাড়া রাজনীতি করতে পারে না, সে ধর্মের কথা বলে! শওকত মোল্লাকে বলব, ২১-এর নির্বাচনের পর ক্যানিংয়ে যারা ঘরছাড়া হয়ে গেছে, তাদের ডেকে নিয়ে রামনবমীর মিছিল করো। নেতৃত্ব দাও। তাহলে বুঝব তোমার বুকের পাটা আছে।''

হিন্দুদের যে কোনও অনুষ্ঠানে রাজ্যে অশান্তি হয় বলে দাবি করেছেন দিলীপ ঘোষ। শওকত প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্মৃতি ফিরিয়ে আনেন। ভাঙড়ের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বিজেপি নেতা বলেন, ''পঞ্চায়েত ভোটে কাউকে নমিনেশন করতে দেওয়া হয়নি। গাড়ি গাড়ি চোর-ডাকাত নিয়ে এসেছিল গন্ডগোল করার জন্য। তবে সাধারণ মানুষ যখন প্রতিবাদ করে, গাড়ি ঘিরে ধরে তখন নেড়ি কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে দৌড় মেরেছিল ওরা।'' দিলীপের কথায়, এদের মতো নেতার থেকে বিজেপি রাজনীতি শিখবে না।

রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এখনও সে নিয়ে চর্চা হচ্ছে। এবছরও অস্ত্র নিয়ে মিছিলের ডাক দিয়েছে বিজেপি। সেই বিষয়ে দিলীপ সাফ জানান, ''অস্ত্র নিয়ে মিছিল নতুন নয়। মহরমে অস্ত্র বেরোতে পারে, রামনবমীতে কেন নয়? আমাদের সব দেব-দেবীদের হাতে অস্ত্র রয়েছে। আর মিছিলের সুরক্ষার জন্যই অস্ত্র নিয়ে বেরনোর দরকার আছে কারণ পুলিশের ওপর ভরসা নেই।'' বিজেপি নেতার কটাক্ষ, পুলিশের নিজেদেরই সুরক্ষা নেই, তাঁরা কী করে সুরক্ষা দেবে!

খোদ পুলিস কমিশনারকে গ্রেফতারের দাবি শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

NIA-রে দিয়ে গ্রেফতার করা উচিত'। রামনবমীতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টার অভিযোগে এবার খোদ কলকাতা পুলিস কমিশনারকেই গ্রেফতার করার দাবি তুললেন শুভেন্দু অধিকারী! বাদ গেলেন না জাভেদ শামিম ও সুপ্রতীম সরকারও।তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের পাল্টা দাবি, 'কীসের বাধা! যে জায়গায় আইনসম্মতভাবে সুন্দর রুট আছে। তাঁরা সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে যাবেন। কেউ তো বারণ করেনি। কিন্তু বিজেপির একাংশ যদি খবরে থাকার জন্য, গোলমাল পাকানোর জন্য, ইস্যু তৈরির জন্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান বানিয়ে গন্ডগোল পাকানোর প্ররোচনায় দেয়। তো পুলিস পুলিসের কাজ করবে' ।শুভেন্দু বলেন, 'উত্তেজনা তো ওরাই সৃষ্টি করছে। মনোজ ভার্মা, সুপ্রতীম সরকার, জাভেদ শামিম তিনজনকে আগে গ্রেফতার করা উচিত। কালকে যে ভাষায় প্রেস কনফারেন্স করেছে। জাভেদ শামিম হিন্দুদেরকে উসকানি দিচ্ছে। সাম্পদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। যে তিনটে বেয়াদপ সাংবাদিক সম্মেলনে করেছে, ওদের আগে গ্রেফতার করা উচিত। NIA-রে দিয়ে গ্রেফতার করা উচিত' ।ঘটনাটি ঠিক কী? আর বেশি দেরি নেই। আগামী ৬ এপ্রিল রামনবমী। অশান্তি রুখতে তৎপর কলকাতা পুলিস। গতকাল, শনিবার কলকাতা পুলিস কমিশনার মনোজ ভার্মা বলেন, 'স্পর্শকাতর এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। ওখানে কী কী করতে হবে, বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রামনবমী যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হবে, তার জন্য যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, তা নিশ্চয়ই করা হবে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'যাঁরা অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করবেন, ওদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।

এদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতা পুলিসের আর এক শীর্ষ আধিকারিক জাভেদ শামিম জানান, 'দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি ছড়ানো ও পরিকল্পনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে শ্যামপুর থানায়। তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে আছে'। বলেন, জনগণকে সংবেদনশীল ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। কোনওরকম প্ররোচনায় যে পা না দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি যেন আমরা ভালোভাবে পালন করতে পারি'।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফামেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি	10 জীবন জ্যোতি ফামেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফামেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফামেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফামেসী	17 ইউনিক ফামেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফামেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফামেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফামেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফামেসী	28 সৌভিক ফামেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফামেসী

(৩ পাতার পর)

মহারাষ্ট্রের নাগপুরে মাধব নেত্রালয় প্রিমিয়াম সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

আম্বেদকরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ কামনা করার কথা বলেন। তিনি নবরাত্রি এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানান।
নাগপুরকে সেবার পবিত্র কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করে একটি মহৎ উদ্যোগের সম্প্রসারণকে স্বীকৃতি জানিয়ে শ্রী মোদী, মাধব নেত্রালয়ের অনুপ্রেরণামূলক সঙ্গীতের উপর মন্তব্য করেন, যা আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান, গর্ব এবং মানবতাকে প্রতিফলিত করে। তিনি মাধব নেত্রালয়কে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরেন যা দশকের পর দশক ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবা করে আসছে, পূজনীয় গুরুজির আদর্শ অনুসরণ করে এবং অগণিত মানুষের জীবনে আলো ফিরিয়ে আনছে।
মাধব নেত্রালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা উল্লেখ করে তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, এই সম্প্রসারণ, এর সেবামূলক কাজগুলিকে ত্বরান্বিত করবে, হাজার হাজার নতুন মানুষের জীবনে আলো আনবে, তাঁদের জীবন থেকে অন্ধকার দূর করবে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং তাঁদের শুভকামনা জানান।
প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লার প্রাকার থেকে বক্তব্য রাখার সময় 'সবকে প্রয়াস' শব্দবন্ধটি উচ্চারণ করার কথা পুনর্ব্যক্ত করে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে মাধব নেত্রালয় এই প্রচেষ্টার পরিপূরক। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোন নাগরিক যেন জীবনের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত না হন, আর জাতির জন্য জীবন উৎসর্গকারী প্রবীণ নাগরিকদের যেন চিকিৎসার জন্য উদ্বিগ্ন থাকতে না হয়। তিনি সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছে। শ্রী মোদী দেশজুড়ে হাজার হাজার জনঔষধি কেন্দ্রের কথাও উল্লেখ করেন। যেগুলি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলিকে সুলভমূল্যে ঔষধ সরবরাহ করে। তিনি গত দশকে গ্রামে গ্রামে কয়েক লক্ষ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা ও টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই সুযোগ-সুবিধাগুলি নাগরিকদের চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য শত শত কিলোমিটার ভ্রমণের বাধ্যবাধকতা দূর করেছে।
সারা দেশে দ্বিগুণ সংখ্যক মেডিকেল কলেজ এবং তিনগুণ এইমস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকার নানারকম চেষ্টা চালাচ্ছে। তাছাড়া আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পাশাপাশি, দেশ তার ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকেও প্রচার করছে। তিনি ভারতের যোগব্যায়াম এবং আয়ুর্বেদের বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন।
যেকোনো জাতির অস্তিত্ব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তার সংস্কৃতি এবং চেতনার প্রসারের উপর নির্ভর করে, একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ভারতের শতাব্দীর পর শতাব্দীকালীন দাসত্ব ও আক্রমণের ইতিহাস তুলে ধরেন। যা দেশের সামাজিক কাঠামো ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল, তবুও ভারতের চেতনা জীবিত এবং স্থিতিস্থাপক ছিল। এর কৃতিত্ব তিনি বিভিন্ন ভক্তি আন্দোলনের নেতা গুরু নানক দেব, কবীর দাস, তুলসীদাস, সুরদাস, সন্ত তুকারাম, সন্ত একনাথ, সন্ত নামদেব এবং সন্ত জ্ঞানেশ্বরের কথা উল্লেখ করে বলেন, এরকম অসংখ্য মহাপুরুষ তাঁদের মৌলিক ধারণা দিয়ে ভারতের জাতীয় চেতনায় প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। ফলে এই আন্দোলনগুলি বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। স্বামী বিবেকানন্দের অবদানের উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি একটি হতাশাগ্রস্ত সমাজকে নাড়া দিয়েছিলেন, এর প্রকৃত মর্মকে স্মরণ করিয়ে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিলেন এবং ভারতের জাতীয় চেতনা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দশকগুলিতে এই চেতনা উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে ডঃ হেডগেওয়ার এবং গুরুজির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা ১০০ বছর আগে জাতীয় চেতনা সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য যে চিন্তার বীজ বপন করেছিলেন তা এখন মহান বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। নীতি এবং আদর্শ এই বৃক্ষকে উচ্চতা দেয়, আর লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকরা এর শাখা। তিনি আরও বলেন, আরএসএস হল ভারতের ভারতের অমর সংস্কৃতির আধুনিক অক্ষয় বট। এই অক্ষয় বট ভারতীয় সংস্কৃতি এবং আমাদের জাতীয় চেতনাকে নিরন্তর উজ্জীবিত করে চলেছে।
মাধব নেত্রালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের যাত্রা শুরুর পাশাপাশি দৃষ্টি এবং দিক নির্দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সংযোগের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী জীবনে দৃষ্টির তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, আমাদের বৈদিক আকাঙ্ক্ষা হল "পশ্যেমা শারদঃ শতম" অর্থাৎ আমরা যেন একশ বছর ধরে দেখতে পাই। প্রধানমন্ত্রীর বাহ্যিক দৃষ্টি এবং মনের দেখাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বলেন, বিদর্ভের মহান সাধক "প্রজ্ঞাচক্ষু" নামে পরিচিত শ্রী গুলাবরাও কৈশোরে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরেও অসংখ্য বই লিখেছেন। শারীরিকভাবে তাঁর দৃষ্টিশক্তির অভাব ছিল, কিন্তু মনের চোখ দিয়ে তিনি যে গভীর দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়েছিলেন, তা তাঁর জ্ঞান এবং বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই ক্ষমতায়িত করার ক্ষেত্রে এবং আরএসএস-র কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাধব নেত্রালয়কে বাহ্যিক দৃষ্টির উপাচার এবং
অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংঘকে সেবার সমার্থক করে তুলেছে।
প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ উদ্ধৃত করে বলেন, জীবনের উদ্দেশ্য হল সেবা এবং পরোপকার। যখন সেবা মূল্যবোধের মধ্যে প্রোথিত হয়, তখন তা ভক্তি রূপে রূপান্তরিত হয়। যা প্রত্যেক আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকের জীবনের সারমর্ম। এই চেতনাই তাদের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অক্লান্তভাবে নিজেদের উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং কখনও ক্লান্ত হতে বা থেমে যেতে দেয় না। জীবনের তাৎপর্য তার স্থায়িত্বের মধ্যে নয় বরং এর উপযোগিতার মধ্যে। শ্রী মোদী "দেব থেকে দেশ" এবং "রাম থেকে রাষ্ট্র" গুরুজির এই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্তব্যের প্রতি অঙ্গীকারের উপর জোর দেন। স্বেচ্ছাসেবকদের দেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম, পাহাড়ি অঞ্চল ও বনাঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ কাজের কথা উল্লেখ করেন। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কথা উল্লেখ করে বলেন, বিভিন্ন জনজাতি শিশুদের জন্য একল বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক জাগরণ অভিযান এবং সুবিধাবঞ্চিতদের সেবায় তাদের অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরেন। প্রয়াগ মহাকুম্ভের সময় এই স্বেচ্ছাসেবকরা যে ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাহায্য করেছে, তার প্রশংসা করে তিনি বলেন, এমনকি বন্যা এবং ভূমিকম্পের মতো বিপর্যয়ের সময়ও এঁরা সুশৃঙ্খল ও স্বার্থহীন ভাবে সেবা করে যায়। তিনি বলেন, "সেবা হল একটি ত্যাগের আগুন, আর আমরা উৎসর্গের মতো পোড়াই, উদ্দেশ্যের সমুদ্রে মিশে যাই"।
গুরুজী সম্পর্কে একটি অনুপ্রেরণামূলক উপাখ্যান বলে শ্রী মোদী বলেন যে গুরুজী সঙ্ঘকে আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন, একে সর্বব্যাপী বলেছেন। গুরুজীর শিক্ষা একটি জীবন মন্ত্র হিসেবে কাজ করে, সকলকে আলোর উৎস থেকে বাধা দূর করতে এবং অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করতে আহ্বান জানায়। তিনি "আমি নই, তুমি" এবং "আমার নয়, জাতির জন্য" নীতিগুলির মাধ্যমে স্বার্থহীনতার সারমর্ম তুলে ধরেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এখন ৭০ বছর ধরে বহন করা উপনিবেশিক মানসিকতার বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাঁর সরকার হীনমন্যতার সঙ্গে বয়ে চলা ঔপনিবেশিক অবশিষ্টাংশগুলিকে জাতীয় গর্বের নতুন অধ্যায় দিয়ে প্রতিস্থাপন করছে। পুরোনো অচল ব্রিটিশ আইনগুলিকে বাতিল করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা চালু করার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি তিনি দিল্লির রাজপথকে কর্তব্য পথে রূপান্তর, ভারতীয় নৌবাহিনীর পতাকা থেকে ঔপনিবেশিক প্রতীকগুলি অপসারণের কথা উল্লেখ করে বলেন, এখন সেখানে গর্বের সঙ্গে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের প্রতীক রয়েছে। তিনি আন্দামান অঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জের নাম পরিবর্তন করে বীর সাভারকর এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামে নামকরণের কথা বলেন।
শ্রী মোদী বলেন, ভারতের "বসুধৈব কুটুম্বকম" নীতি বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছে যাচ্ছে এবং ভারতের কর্মকাণ্ডে তা প্রতিফলিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ভারত আত্মীয়ের মতো বিশ্বকে টিকা সরবরাহ করেছে। "অপারেশন ব্রহ্ম"-র মাধ্যমে মায়ানমারে সাম্প্রতিক ভূমিকম্প সহ তুর্কি ও নেপালে ভূমিকম্প এবং মালদ্বীপে পানীয় জল সংকট মোকাবিলা ছাড়াও বিভিন্ন সংঘাতের সময় দেশের নাগরিকদের পাশাপাশি সেসব দেশে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের নাগরিকদের উদ্ধারের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের অগ্রগতি গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বরকে আরও জোরদার করছে।
তিনি জাতীয় চাহিদার প্রতি যুবসমাজের মনোযোগ, মেক ইন ইন্ডিয়ার সাফল্যে তাঁদের ভূমিকা এবং স্থানীয় পণ্যের প্রতি সোচ্চার সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন। ক্রীড়া ক্ষেত্র থেকে মহাকাশ অনুসন্ধান পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে ভারতের যুবসমাজ ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য পূরণে দেশকে নেতৃত্ব দেবে। এক্ষেত্রে আরএসএসের কয়েক দশকের প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠা ফলপ্রসূ হচ্ছে, ভারতের উন্নয়নে নতুন অধ্যায় লিখছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯২৫ সালে আরএসএস প্রতিষ্ঠার সময় যে বিপরীত পরিস্থিতি ছিল স্বাধীনতাই ছিল মূল লক্ষ্য। তিনি সংঘের ১০০ বছরের যাত্রার তাৎপর্য উল্লেখ করে বলেন, ২০২৫ থেকে ২০৪৭ পর্যন্ত সময়কাল জাতির জন্য নতুন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যেতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি অযোধ্যায় শ্রী রামের মন্দির নির্মাণের সময় যা বলেছিলেন, তা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, এটি পরবর্তী হাজার বছর ধরে একটি শক্তিশালী ভারতের ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে ডঃ হেডগেওয়ার এবং গুরুজীর মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের নির্দেশনা জাতিকে শক্তিশালী করে তুলবে। তিনি একটি উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণে প্রজন্মের ত্যাগকে সম্মান জানানোর সংকল্প সুনিশ্চিত করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী নিতিন গড়করি, আরএসএস প্রধান ডঃ মোহন ভাগবত, স্বামী গোবিন্দ দেবগিরি মহারাজ, স্বামী অবধেশানন্দ গিরি মহারাজ, ডঃ অবিনাশ চন্দ্র অগ্নিহোত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

(২ পাতার পর)

বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঞ্চলে আঁচল, 'তোমার ঠিকানা, উন্নয়নের নিশানা' সহ একাধিক কর্মসূচি। প্রতিটি ব্লক থেকে শুরু করে পৌরসভা এলাকায় আয়োজিত হবে এই ধরনের কর্মসূচি। তারই প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয় সোমবার। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী নিয়তি মাহাতো, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষা কুনামি হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান কবিতা ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সিনেমার খবর

প্রেম নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে সালমানের বিরুদ্ধে বিবেককে ব্যবহার করেন ঐশ্বরিয়া!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঐশ্বরিয়া রাই ও সালমান খানের জুটি তাদের ভক্তদের খুব পছন্দ ছিল। যখন তাদের ব্রেকআপের খবর এলো, তখন অনেকের মন ভেঙে গিয়েছিল। সেই সময় সালমান, ঐশ্বরিয়ার ব্রেকআপ এবং বিবেক, ঐশ্বরিয়া রাইয়ের প্রেমের কাহিনি ছিল একেবারে মুচমুচে খবর!

ভারতীয় সাংবাদিক হানিফ জাভেরির দাবি, ঐশ্বরিয়া ও সালমান সত্যিই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আর বিবেক ওবেরয় ও ঐশ্বরিয়ার প্রেমের খবরটা মিথ্যা ছিল।

হানিফ জাভেরি 'মেরি সহেলি'র সঙ্গে পডকাস্টে বলেন, যেখানে ঐশ্বরিয়া রাই বা সালমান খানের কথা আসে, তারা দুজনেই প্রেমে সিরিয়াস ছিলেন এবং চেয়েছিলেন বিয়ে করতে। কিন্তু সালমান খানের সঙ্গে অন্য হিরোইনদের সম্পর্ক ছিল। সোমি আলি, সঙ্গীতা বিজলানি ছিল তার গার্লফ্রেন্ড হিসেবে। এই দেখে ঐশ্বরিয়ার মা-বাবা সালমান খানের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে এতটা খুশি ছিলেন না।

হানিফ আরও বলেন, আর দ্বিতীয় কারণটি হলো যে সালমান খান চেয়েছিলেন যে তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাক এবং ঐশ্বরিয়া সেই সময় এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে সেটেল হতে চাননি। তারপর সেই সময় দু'জনের মধ্যে একটু মন কষাকষি হয়।

তারপর একদিন সালমান খান তার বিল্ডিংয়ে গিয়ে তার দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দেন, অনেক নাটক করেন, যার ফলে তার প্রতিবেশীরা তার বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। এই বিষয়টি ঐশ্বরিয়াকে খুব কষ্ট দেয় এবং তিনি মনে করলেন যে এই সম্পর্ক তার জন্য ঠিক হবে না। পরে তিনি নিজেই পিছিয়ে যান।

বিবেক ও ঐশ্বরিয়ার লিঙ্কআপ নিয়েও বলেন হানিফ। তিনি বলেন, এরপর ঐশ্বরিয়ার জীবনে বিবেক ওবেরয় এলেন, এটা পুরোপুরি মিথ্যে। ঐশ্বরিয়ার ফ্যাকচার হয়েছিল। তাই বিবেক ওবেরয় তাকে সাহায্য করছিলেন, হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন, হুইল চেয়ারে টানছিলেন।

ঐশ্বরিয়া রাই ও সালমান খানের জুটি তাদের ফ্যানদের খুব পছন্দ ছিল। যখন তাদের ব্রেকআপের খবর এল, তখন অনেকের মন ভেঙে গিয়েছিল। আসলে তখন বিবেক গিয়েছিলেন ঐশ্বরিয়াকে সাহায্য করতে। কিন্তু তিনি এভাবে নিজের বিপদ ডেকে আনেন।

অজয়ের সঙ্গে প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন এশা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বরেণ্য তারকা দম্পতি হেমা মালিনি ও ধর্মেন্দ্রর কন্যা এশা দেওল। ২০০২ সালে বলিউডে পা রাখেন। অভিনয় ক্যারিয়ারে বলিউডের অনেক তারকার সঙ্গে পর্দা শেয়ার করেছেন এশা। অভিনয় করতে গিয়ে গুঞ্জন চাউর হয়েছিল, অজয় দেবগনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন এশা। এ ব্যাপার নিয়ে সেই সময়ে আলোচনাও কম হয়নি। পুরোনো বিষয়টি নিয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন এই 'ধুম' তারকা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য কুইন্ট-কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এশা। এ আলাপচারিতায় তিনি বলেন, "অনেক সহ-অভিনেতার সঙ্গে তখন আমার সম্পর্ক ছিল। এসবের কিছু সত্য হতে পারে। কিন্তু অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। তারা অজয় দেবগনের সঙ্গেও আমাকে যুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন। অজয়ের সঙ্গে খুব সুন্দর এবং আলাদা একটি বন্ধন রয়েছে। এটি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং প্রশংসায় পরিপূর্ণ!

সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে অনেক সিনেমায় কাজ করার কারণে এই গুজব ছড়িয়েছিল বলে মনে করেন এশা। অজয়-এশা বেশ কিছু সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন। যেমন- 'যুবা', 'কাল', 'ইনসান', 'ক্যাশ' প্রভৃতি। সর্বশেষ 'রুদ্র: দ্য এজ অব ডার্কনেস' ওয়েব সিরিজে একসঙ্গে কাজ করেন এশা-অজয়। ২০২২ সালে মুক্তি পায় এটি।

সিরিজটির বিভিন্ন চরিত্রে আরো অভিনয় করেন- রাশি খান্না, অতুল কুলকার্নি, আশীষ বিদ্যার্থী প্রমুখ। ব্যক্তিগত জীবনে ভরত তাখতানির সঙ্গে ঘর বাঁধেন এশা দেওল। এ সংসারে তাদের দুটো কন্যাসন্তান রয়েছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে এ সংসার ভাঙনের ঘোষণা দেন এশা। আপাতত সিঙ্গেল মাদার হিসেবে সন্তানদের বড় করছেন।

ফের মা হতে চলেছেন আলিয়া?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড তারকা জুটি রণবীর কাপুর-আলিয়া ভাট ২০২২ সালের এপ্রিলে বিয়ে করেন। সে বছর জুন মাসে সন্তান আগমনের সুখবর ভাগ করে নেয় এই দম্পতি। গত বছরের নভেম্বর মাসে জন্ম হয় কন্যাসন্তান রাহার। দেখতে দেখতে প্রায় ২ বছর বয়স হল তার। এরই মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন রণবীর-আলিয়া। অভিনেতার কথায় মিলল এমন ইঙ্গিত!

দুই সন্তান চাওয়ার বাসনা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন রণবীর-ঘরনি। এবার মেয়ে একটু বড় হতেই দ্বিতীয় সন্তান নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন তারা। শোনা যাচ্ছে, মেয়ের নামের উল্কি করে রেখেছেন নিজের শরীরে। সেটাই ছিল রণবীরের প্রথম উল্কি। এবার দ্বিতীয় উল্কির অপেক্ষায় রয়েছেন অভিনেতা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রণবীর বলেন, 'খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় উল্কিটা করাব। হয়তো সেটা ৮ সংখ্যা সম্পর্কিত হতে পারে, কিংবা আমার দ্বিতীয় সন্তানের নামও হতে পারে।'

এদিকে সম্প্রতি আলিয়া ভাটও এক পডকাস্টে এসে দ্বিতীয় সন্তানের প্রসঙ্গ তোলেন। এবার রণবীরের কণ্ঠেও সেই একই সুর। তবে আলিয়ার অন্তঃসত্ত্বা কিনা তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি যুগল।

ত্রিপাঠীর ব্যর্থতাই চেন্নাইয়ের সমস্যা, ইঙ্গিত দিলেন রুতুরাজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রথম ম্যাচ জয়ের পর আইপিএলে টানা দুই ম্যাচ হেরেছে চেন্নাই সুপার কিংস। গতকাল রবিবার রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হেরে যায় মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। এই হারের পর দলের ব্যাটারদের ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

ম্যাচ শেষে রুতুরাজ জানিয়েছেন, ওপেনারদের ব্যর্থতা দলকে সমস্যায় ফেলছে। গত কয়েক বছর রুতুরাজ ওপেন করলেও এবার তাকে তিন নম্বরে খেলানো হচ্ছে। ওপেনিংয়ে রাখা হয়েছে রাহুল ত্রিপাঠিকে, যিনি তিন ম্যাচে ভালো রান করতে পারেননি।

রাজস্থানের বিপক্ষে ৩০ রান করলেও প্রথম দুই ম্যাচে তিনি করেছেন মাত্র ২ ও ৫ রান।

চেন্নাই অধিনায়ক বলেন, "গত কয়েক বছরে তিন নম্বরে অজিঙ্ক রাহানে খেলত, মিডল অর্ডার সামলাত অম্বাতি রায়ডু। তাই আমরা ভেবেছিলাম, এবার আমি মিডল অর্ডারে খেলব। কারণ, পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে ভূমিকা ঠিক করতে হবে। ওপেনিংয়ে ত্রিপাঠি দ্রুত রান তুলবে, এমনটাই চেয়েছিলাম।"

"কিন্তু বাস্তবে প্রতিটা ম্যাচেই আমাকে শুরুতেই নামতে হচ্ছে। আমরা নিলামের সময় ঠিক করেছিলাম, আমার ভূমিকা হবে ইনিংস ধরে খেলা। কিন্তু ওপেনিং জুটি রান তুলতে না পারায় আমাদের বড় স্কোর গড়তে সমস্যা হচ্ছে।"

রুতুরাজের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, ত্রিপাঠির অফফর্ম চেন্নাইয়ের জন্য বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর ওপেনার রাচিন রবীন্দ্র রাজস্থানের বিপক্ষে শূন্য রানে আউট হলেও আগের দুই ম্যাচে রান করেছিলেন। ফলে অধিনায়কের ইঙ্গিত মূলত ত্রিপাঠির দিকেই।

ধোনি-জাদেজার লড়াই ব্যর্থ, রাজস্থানের বিপক্ষে চেন্নাইয়ের পরাজয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে জয়ের জন্য শেষ ২ ওভারে চেন্নাই সুপার কিংসের দরকার ছিল ৩৯ রান। উইকেটে তখন মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রবীন্দ্র জাদেজা। নির্ভরযোগ্য এই দুই তারকা মাঠে থাকায় সমর্থকদের মধ্যে জয়ের আশা ছিল প্রবল। তবে শেষ পর্যন্ত চমক দেখাতে পারেননি ধোনি ও জাদেজা।

১৯তম ওভারে ১৯ রান নিয়ে জয়ের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখলেও শেষ পর্যন্ত হারতে হয় চেন্নাইকে। শেষ ওভারে দরকার ছিল ২০ রান। প্রথম ডেলিভারিতে ওয়াইড দেন রাজস্থানের পেসার সন্দীপ শর্মা। এরপর তার প্রথম বৈধ ডেলিভারিতে বাউন্ডারিতে ক্যাচ তুলে দেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ফলে চেন্নাইয়ের জয়ের সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে যায়। নতুন ব্যাটার ওভারটন একটি ছক্কা হাঁকালেও দলের হার এড়াতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ৬ রানে পরাজিত হয় রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দল।

এটি চেন্নাইয়ের টানা দ্বিতীয় হার। অন্যদিকে, প্রথম দুই ম্যাচ হারের পর চলতি মৌসুমের প্রথম জয় পেল রাজস্থান রয়্যালস।

স্কোরকার্ড

গুয়াহাটিতে আগে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ১৮২ রান সংগ্রহ করে রাজস্থান রয়্যালস। জবাবে ৬ উইকেটে ১৭৬ রান করতে পারে চেন্নাই সুপার কিংস।

রাজস্থানের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৬ বলে ৮১ রান করেন নিতিশ রানা। ১০টি চার ও ৫টি ছক্কার দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তিনি। এছাড়া, ২৮ বলে ৩৮ রান করেন অধিনায়ক রিয়ান পরাগ।

চেন্নাইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৪ বলে ৬৩ রান করেন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ২২ বলে ৩২ রানে অপরাজিত থাকেন রবীন্দ্র জাদেজা। রাহুল ত্রিপাঠির ১৯ বলে ২৩ রান এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির ১১ বলে ১৬ রান চেন্নাইয়ের জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি।

বল হাতে চেন্নাইয়ের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন নুর আহমেদ, খলিল আহমেদ ও মাথিশা পাথিরানা। অন্যদিকে, রাজস্থানের হয়ে ৩৪ রানে ৪ উইকেট তুলে নেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR